ইমাম আহমদ কবীর রেফায়ী رحمة الله عليه এর শান

- সাতজন আউলিয়ায়ে কিরামের সাতটি সুসংবাদ
- শিশুদের প্রতি স্নেহ
- ইমাম রেফায়ী ও উম্মতের আউলিয়াগণ
- আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীসমগ্র

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইমাম আহমদ কবীর রেফায়ী رحمۃ اللہ علیہ এর শান

আত্তারের দোয়া হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**ইমাম আহমদ কবীর রেফায়ী رحمۃ اللہ علیہ এর শান**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ইমাম আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফয়যান নসীব করো এবং বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় তোমাদের নাম ও পরিচিতিসহ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়, সুতরাং আমার প্রতি সুন্দর শব্দ সহকারে দরূদ শরীফ পাঠ করো।" **(মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ২/১৪০, হাদীস ৩১১৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাতজন আউলিয়ায়ে কিরামের সাতটি সুসংবাদ

একজন ছোট ও ফুটফুটে শিশু **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের পাশ দিয়ে গমন করলো, তখন সেই বুযুর্গগণ সেই শিশুটিকে দেখতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে একজন কলেমা তৈয়্যবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله পাঠ করলেন আর বলতে লাগলেন: ঐ বরকতময় বৃক্ষ প্রকাশিত হয়ে গেছে, দ্বিতীয়জন

বললেন: সেই বৃক্ষ থেকে অনেক শাখা (Branches) বের হবে, তৃতীয়জন বললেন: কিছুদিনের মধ্যে এই বৃক্ষের ছায়া (Shade) দীর্ঘ হয়ে যাবে, চতুর্থজন বললেন: কিছু দিনের মধ্যে সেটির ফল বৃদ্ধি পাবে এবং চাঁদ আলোকিত হবে। পঞ্চমজন বললেন: কিছুদিন পর লোকেরা তার কাছ থেকে কারামত প্রকাশ হতে দেখবে এবং অনেক বেশি তার দিকে ধাবিত হবে, ষষ্টজন বললেন: কিছুদিন পর তার শান ও মহত্ব সমুন্নত হয়ে যাবে এবং নিদর্শনাবলী প্রকাশ হয়ে যাবে, সপ্তমজন বললেন: জানিনা (মন্দের) কতটি দরজা তার কারণে বন্ধ হয়ে যাবে? আর অসংখ্য লোক তার মুরীদ হবে।

(জামেয়ে কারামাতিল আউলিয়া, ৪৯০ পৃষ্ঠ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের কোটি কোটি দয়া, **যিনি** আমাদের অন্তরে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন, এতক্ষণ যেই নেককার ও কারামত সম্পন্ন শিশুর আলোচনা হয়েছে, তিনি আর কেউ নন বরং তিনি ছিলেন সিলসিলায়ে রেফায়ীয়ার মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা মুহিউদ্দীন সৈয়দ আবুল আব্বাস আহমদ কবীর রেফায়ী হাসানী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বংশধর। **(সীরাতে সুলতানুল আউলিয়া, ২২ পৃষ্ঠা)**

আসুন! বরকত অর্জনের জন্য তাঁর আলোচনা শুনি: হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককার লোকদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, নম্বর ১০৭৫০)

দীদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সুসংবাদ

তাঁর জন্মের ৪০ দিন পূর্বে তাঁর মামা হযরত সৈয়দ মনসুর বাতায়িহী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্বপ্নে **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার হলো, দেখলেন, **মক্কী মাদানী মুস্তফা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: **হে মনসুর! ৪০ দিন পর তোমার বোনের ঘরে একজন ছেলে সন্তান জন্ম নিবে, তার নাম রাখবে আহমদ এবং যখন সে কিছুটা বুদ্ধিমান হয়ে যাবে তখন তাকে শিক্ষার জন্য শায়খ আবুল ফযল আলী ক্বারী ওয়াসেতীর নিকট পাঠিয়ে দিবে আর তার প্রশিক্ষণের প্রতি কখনোই উদাসিন হবে না।** এই স্বপ্নের পুরোপুরি ৪০ দিন পর হযরত সায়্যিদুনা আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম হয়। (তাবকাতুস সুফিয়া লিল মানাভী, ৪/১৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মামার তত্বাবধানে প্রশিক্ষণ

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাত বছর বয়সে কোরআনে করীম হিফয (অর্থাৎ মুখস্ত) করেন, সেই বছরই তাঁর আব্বাজান কোন কাজে বাগদাদ শরীফ গমন করে আর সেখানেই ইন্তিকাল করেন। আব্বাজানের ইন্তিকালের পর তাঁর মামা শায়খ মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে ও তাঁর আম্মাজানকে নিজের কাছে নিয়ে যান, যাতে নিজের তত্বাবধানে তাঁর জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে পারেন, কোরআনে পাক তো তিনি পূর্বেই হিফয করে নিয়েছিলেন অতএব কিছুদিন পর হযরত শায়খ মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আদেশ অনুযায়ী ওয়াসেতে হযরত শায়খ আলী ক্বারী ওয়াসেতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দেন, শায়খ আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। ওস্তাদ সাহেবের অফুরন্ত মমতা ও নিজের **আল্লাহ** প্রদত্ত যোগ্যতার প্রেক্ষিতে সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাত্র ২০ বছর বয়সেই তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, মাআনী, মানতিক ও দর্শন এবং সকল প্রচলিত জাহেরী জ্ঞান অর্জন করে নেন আর পাশাপাশি তাঁর মামা শায়খ মানসুর বাতায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে বাতেনী

জ্ঞানও অর্জন করতে লাগলেন, **আল্লাহ পাকের** রহমতে তিনি বাতেনী জ্ঞানেও খুব দ্রুত উৎকর্ষতা অর্জন করে নেন।

(সীরাতে সুলতানুল আউলিয়া, ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

সাজ্জাদানশীন হওয়ার ঘটনা

যখন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মানসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের সময় সন্নিকটে এলো তখন তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী আরয করলেন: আপনার সন্তানের জন্য খেলাফতের অসীয়ত করে দিন। শায়খ মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: না বরং আমার ভাগিনা আহমদের জন্য খেলাফতো অসীয়ত করছি। সম্মানিতা বিবি সাহেবা যখন বারবার জোর করতে লাগলেন তখন তিনি তাঁর সন্তান ও ভাগিনা ইমাম রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ডাকলেন আর উভয়কে বললেন: আমার নিকট খেজুরের পাতা নিয়ে এসো, ছেলে তো অনেক খেজুরের পাতা কেটে নিয়ে এলো কিন্তু সায়্যিদুনা ইমাম রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন পাতা আনলো না, কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন হিকমতপূর্ণ উত্তর প্রদান করতে গিয়ে আরয করলেন: আমি সকলকে **আল্লাহ পাকের** তাসবিহ পাঠ করা অবস্থায় পেয়েছি, তাই কোন পাতা কাটিনি। উত্তর শুনে শায়খ মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সম্মানিতা স্ত্রীর দিকে মুচকী হেসে তাকালেন আর বললেন: "আমিও অনেকবার এই দোয়া করেছি যে, আমার

খলিফা আমার সন্তান হোক, কিন্তু আমাকে প্রতিবারই বলা হয়েছে যে, তোমার খলিফা হবে তোমার ভাগিনা।" অতএব ২৮ বছর বয়সে সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মামাজানের পক্ষ থেকে খেলাফত প্রদান করা হয় আর সেই বছরই শায়খ মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকাল করেন।

(বাহজাতুল আসরার, ২৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অধিকহারে নফল আদায়

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন চারশত রাকাত নফল নামায পড়তেন, যার মধ্যে এক হাজারবার সূরা ইখলাস পাঠ করতেন, তাছাড়া প্রতিদিন দুই হাজারবার ইস্তিগফারও পাঠ করতেন। (তাবকাতুস সুফিয়া, ২/২২৫)

ইবাদত মে গুযরে মেরে জীন্দেগানি
করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মহানুভবতা

যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোদে হাটতেন আর কোন পঙ্গপাল তাঁর কাপড়ে ছায়াময় জায়গায় বসে যেতো তখন যতক্ষণ তা উড়ে না যেতো তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই জায়গায় অপেক্ষা করতেন আর বলতেন: এটি আমার দ্বারা ছায়া লাভ করেছে। (তাবকাতে কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম অংশ, ২০০ পৃষ্ঠা)

কুকুরের প্রতি দয়া

একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি খোস-পাঁচরা বিশিষ্ট কুকুর দেখলেন, যাকে এলাকার লোকেরা বের করে দিয়েছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে জঙ্গলে নিয়ে গেলেন এবং তার উপর চাউনি (অর্থাৎ বৃষ্টি ও রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাদ) বানালেন: এমনকি তাকে খাওয়াতেন এবং পুরোপুরি তার খেয়াল রাখতে থাকেন এমনকি তাঁর পরিপূর্ণ মনোযোগের ফলে যখন সে সুস্থ হয়ে গেলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে গরম পানি দিয়ে গোসল করিয়ে পরিস্কার পরিছন্ন করে দিলেন। (তাবকাতে কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম অংশ, ২০০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই মুবারক আচরনে আমাদের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষা রয়েছে, তাই আমাদেরও উচিৎ, মানুষ

তো মানুষ পশুদের সাথেও অসদাচরন না করা আর তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা, কে জানে আমাদের এই আমল হয়তো **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল হয়ে যায় এবং আমাদের মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যায়।

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: একজন চরিত্রহীনা মহিলাকে শুধুমাত্র এই কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিলো যে, সে একটি কুকুরের পাশ দিয়ে গমন করছিলো, দেখলো যে, কুকুরটি কূপের পাশে পিপাসায় হাঁপাচ্ছিলো, এমন অবস্থা হয়েছিলো যে, প্রচন্ড পিপাসায় মারা যাবে। সেই মহিলাটি নিজের মোজা খুলে ওড়নায় বাঁধলো এবং (কূপ হতে) পানি বের করে তাকে পান করালো, আর এই আমলই তার ক্ষমার মাধ্যম হয়ে গেলো।

(বুখারী, ২/৪০৯, হাদীস ৩৩২১)

কুষ্ঠ ও বিকলাঙ্গদের খেদমত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই মহৎ অভ্যাসও ছিলো যে, রোগী ও বিকলাঙ্গ (পা অক্ষম লোকদের) নিকট যেতেন এবং তাদের সাথে সহানুভতি সূলভ আচরন করতেন, তাদের কাপড় ধূয়ে দিতেন, তাদের মাথা ও দাড়ি থেকে ময়লা পরিস্কার করতেন,

তাদের নিকট খাবার নিয়ে যেতেন, তাদের সাথে মিলেমিশে খেতেন এবং বিনয় হিসাবে তাদের দ্বারা দোয়া করাতেন, যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গ্রামের কোন ব্যক্তি অসুস্থ শুনতেন তখন তার কাছে গিয়ে তার শশ্রুষা করতেন, যদিও রাস্তা যতই দূর হোক না কেন এবং (কখনো কখনো) আসা যাওয়াতে এক দুই দিন লেগে যেতো, কখনো এমনও হতো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্ধদের অপেক্ষা করতেন, যদি কাউকে পেয়ে যেতেন, তবে হাত ধরে তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতেন।

(তাবকাতে কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম অংশ, ২০০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গরীব এবং অসুস্থ্যদের সাহায্য করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ, **আল্লাহ পাক** তাওফিক দিলে তবে আমাদের আশেপাশে থাকা আশিকানে রাসূল মুসলমান প্রতিবেশি ইত্যাদির দুঃখ কষ্টে কাজে আসা উচিৎ। **আল্লাহ পাকের দয়ালূ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কেউ মুসলমানের দুনিয়াবী কষ্ট থেকে একটি কষ্ট দূর করবে, **আল্লাহ পাক** তার কিয়ামতের দিনের কষ্ট থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি কোন অভাবীকে দুনিয়ায় সহজতা প্রদান করে **আল্লাহ পাক** দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে সহজতা প্রদান করবেন আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলমানের বিষয়াদী গোপন রাখবে, তবে

আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতে তার বিষয়াদী গোপন রাখবেন এবং **আল্লাহ পাক** বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে।

(তিরমিযী, ৩/৩৭৩ হাদীস ১৯৩৭)

হামেশা হাত ভালাই কে ওয়াসতে উঠেঁ
বাচানা জুলম ও সিতম সে মুঝে সদা ইয়া রব
রাহে ভালাই কি রা'হোঁ মে গমযন হারদম
করেঁ না রূখ মেরে পাও গুনাহ কা ইয়া রব

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শিশুদের প্রতি স্নেহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা কারো মনে কষ্ট দেয় না, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার কয়েকজন শিশুর পাশ দিয়ে গমন করেন, যারা খেলছিলো, তাঁকে দেখে তারা ভয়ে পালিয়ে গেলো, তিনি তাদের পেছনে পেছনে গেলেন এবং বললেন: আমার কারণে তোমরা ভয় (Fear) পেয়েছো, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও আর তোমাদের খেলা অব্যাহত রাখো। (তাবকাতে কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম অংশ, ২০০ পৃষ্ঠা)

মেরে আখলাক আচ্ছে হোঁ মেরে সব কাম আচ্ছে হোঁ
বানা দো মুঝ কো তুম পাবন্দে সুন্নাত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়োবৃদ্ধ লোকদের প্রতি সহানুভূতি

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কোন বৃদ্ধ লোককে দেখতেন তবে তার মহল্লাবাসীদের নিকট যেতেন এবং তাদেরকে বুঝাতে গিয়ে এই হাদীসে পাক শুনাতেন যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করবে, **আল্লাহ পাক** তার বার্ধক্যের সময় অন্য কাউকে তাকে সম্মান করার জন্য নিযুক্ত করে দিবেন।

(তাবকাতে কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম অংশ, ২০০ পৃষ্ঠা। তিরমিযী, ৩/৪১১, হাদীস ২০২৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: যে ব্যক্তি বৃদ্ধ মুসলমানকে শুধুমাত্র এই কারণেই সম্মান করে যে, তা বয়স বেশি, তার ইবাদত আমার চেয়ে বেশি, তিনি আমার চেয়ে পুরোনো ইসলাম ওয়ালা, তবে اِنْ شَآءَ الله দুনিয়ায় সে দেখে নিবে যে, তার বার্ধক্যের সময় লোকেরা তাকে সম্মান করবে। এই ওয়াদায় বলা হয়েছে: এরূপ লোক দীর্ঘ হায়া পাবে, দুনিয়ায় সম্পদ,

আরাম আয়েশ, সম্মানও পাবে, আখিরাতের প্রতিদান তো আলাদা পাবেই। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৬০)

মিসকীন ও বিধবাদেরকে সহযোগিতা

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফর থেকে ফেরার সময় যখন বসতীর নিকট পৌঁছতেন তখন মালামাল বাঁধার রশি বের করে নিতেন এবং কাঠ জড়ো করে তা নিজের মাথায় উঠিয়ে নিতেন, তাঁকে দেখে অন্যান্য ফকীররাও এরূপ করতো এবং শহরে প্রবেশ করে বিধবা, মিসকীন বিকলাঙ্গ, অসুস্থ, অন্ধ এবং বৃদ্ধদের মাঝে সকল কাঠ বন্টন করে দিতেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কখনোই মন্দের বদলা মন্দভাবে দেননি।

(তাবকাতে কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম অংশ, ২০০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কর্মপদ্ধতি কিরূপ সুন্দর ছিলো যে, কোথাও পশুদের সাথে সদাচরন করছেন আবার কোথাও অন্ধ ও বৃদ্ধদের সহযোগিতা এবং মনতুষ্টি করছেন, মোটকথা যেনো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই এই বাণী: خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি সেই, যে মানুষের উপকার করে। (জামে সগির, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪০৪৪) এর কার্যত প্রতিচ্ছবি হতেন, অতএব আমাদেরও আমাদের

মুসলমান ভাইদের সাথে কল্যাণ কামণা ও মনতুষ্টি করার চেষ্টা করা উচিৎ।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মঙ্গল কামনা ও মন খুশি করা সম্পর্কে বলেন: মুসলমানের মন খুশি করার গুরুত্ব অনেক বেশি। যেমনটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: ফরয সমূহের পর সব আমলের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** বেশি প্রিয় হলো মুসলমানের মন খুশি করা। (মু'জাম কবীর, ১১/৫৯, হাদীস ১১০৭৯) আসলেই যদি এই ফিতনার যুগে আমরা সবাই একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও উদারতা প্রদর্শনে লেগে যাই, তবে মুহুর্তেই দুনিয়ার চিত্র পাল্টে যাবে। কিন্তু আহ! এখন তো ভাই ভাইয়ের সাথে লেগে আছে, বর্তমানে মুসলমানের সম্মান ও সম্ভ্রম এবং তাদের জান ও মাল মুসলমানদের হাতেই পদদলিত হতে দেখা যাচ্ছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ঘৃণা দূর করা এবং ভালবাসা বৃদ্ধি করার তৌফিক দান করুক।

(ফয়যানে সুন্নাত, ১/৮৮৮)

মুসলমাঁ মুসলমাঁ কে খোঁ কা পিয়াসা হুয়া ওয়াক্ত আয়া আজব ইয়া ইলাহী
সভী এক হো জায়েঁ ঈমান ওয়ালে পায়ে শাহে আলী নসব ইয়া ইলাহী

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাকে আমার দোষত্রুটি অবহিত করো

একদিন হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনয় সহকারে তাঁর মুরীদদেরকে বলেন: তোমরা আমার মাঝে কোন দোষত্রুটি দেখলে তবে আমাকে অবহিত করবে, এক মুরীদ দাঁড়িয়ে আরয করলো: জনাব! আপনার মাঝে অনেক বড় একটি দোষ রয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: হে আমার ভাই! কোন দোষটি? সে (বিনয় সূলভ উত্তর দিতে গিয়ে) আরয করলো: আমাদের মতো লোকদের (খারাপ লোকদের) নিজের সহচর্য দ্বারা ধন্য করে রাখা। একথা শুনে সকল মুরীদ কাঁদতে লাগলো, সাথে তাঁর চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলেন: আমি তোমাদের খাদেম, আমি তোমাদের সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট।

(তাবকাতে কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম অংশ, ২০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ইমাম আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেলায়তের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও কিরূপ বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করতেন। নিঃসন্দেহে তাঁর মুবারক চরিত্রে আমাদের জন্য অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখবেন যে, বিনয় শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিৎ, কেননা এই বিনয় মহান সাওয়াব ও মর্যাদা উন্নতির মাধ্যম

হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি রিয়ার কারণে বিনয় করে তবে এরূপ বিনয় প্রাণ ধ্বংসকারীও হতে পারে। আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মিথ্যা বিনয় থেকে বাঁচার উৎসাহ দিতে গিয়ে **"৭২টি নেক আমল"** পুস্তিকার নেক আমল নম্বর ৪২ এ বলেন: আপনি আজ **বিনয়ের** এমন কোন শব্দ যা অন্তর সমর্থন করে না তা ব্যবহার করে নিফাক বা লৌকিকতার অপরাধ তো করেননি? যেমন; মানুষের মনে নিজের সম্মান বানানোর জন্য এভাবে বলা: "আমি নগন্য, অধম" আর মন তা সমর্থন করে না।

গাউসে আযমের বাণীর প্রতি গর্দান নত করে নিলেন

বাহজাতুল আসরারে বর্ণিত রয়েছে, কুতুবে রব্বানী, শাহানশাহে লা মকানী, মুহীউদ্দীন হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ (আমার এই কদম প্রত্যেক অলীর গর্দানের উপর) ঘোষণা করলেন তখন হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের গর্দান নত করে নিয়ে আরয করলেন: عَلٰى رَقَبَتِيْ (আমার গর্দানেও আপনার কদম) উপস্থিত লোকেরা আরয করলেন:

হুযুর! আপনি এটা কি বলছেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এখন বাগদাদে হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘোষণা করেছেন যে, قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ এবং আমি গর্দান নত করে তা মেনে নিলাম। (বাহজাতুল আসরার, ৩৩ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ২৮তম খন্ডের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় হযরত হিযর মাওসলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘটনা উদ্ধৃত করেন: তিনি বলেন যে, একবার আমি হযরত হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, আমার ইচ্ছা হলো যে, শায়খ আহমদ রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যিয়ারত করবো। হুযুর বললেন: রেফায়ীকে কি দেখতে চাও? আমি আরয করলাম: জি হ্যা। হুযুর (গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কিছুক্ষণ মাথা মুবারক নত করে নিলেন অতঃপর আমাকে বললেন: হে হিযর! এই নাও ইনি হলেন শায়খ আহমদ। এবার যখন আমি তাকালাম, তখন নিজেকে হযরত আহমদ রেফায়ী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর পাশে পেলাম এবং আমি তাঁকে দেখলাম যে, প্রভাবময় এক ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁকে সালাম করলাম, এতে হযরত রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বললেন: হে হিযর! ঐ ব্যক্তি, যে শায়খ

আব্দুল কাদেরকে দেখে যিনি সকল আউলিয়াদের সর্দার, সে আমাকে দেখার জন্য কেন আকাঙ্ক্ষা করছে? আমি তো তাঁর অধিনস্তদের অন্তর্ভূক্ত। একথা বলে তিনি দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, অতঃপর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহিমন্বিত ওফাতের পর বাগদাদ শরীফ থেকে হযরত সায়্যিদী আহমদ রেফায়ী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর সাক্ষাতের জন্য উম্মে উবাইদা গেলাম, তাঁকে দেখলাম, তিনিই ছিলেন যাকে সেইদিন হযরত শায়খ আব্দুল কাদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পাশে দেখেছিলাম। এইবার দেখাতে আর কোন বেশি নিদর্শন আমি পাইনি। হযরত আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে হিযর! পূর্বের সাক্ষাত কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলো না?

ইমাম রেফায়ী ও উম্মতের আউলিয়াগণ

ইমাম রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহত্ব ও মহিমা বর্ণনায় অনেক বড় বড় আউলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বাণীসমগ্র পাওয়া যায়। আসুন! এর মধ্য থেকে তিনজন ব্যক্তিত্বের বাণীসমগ্র পাঠ করুন।

(১) কেউ হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে ইমাম রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন বলেন: তাঁর চরিত্র পরিপূর্ণ শরীয়াত

এবং কোরআন ও সুন্নাতের অনুযায়ী এবং তাঁর অন্তর **আল্লাহ পাকের** সাথে সংযুক্ত। তিনি সবকিছু ছেড়ে সবকিছু পেয়ে গেছেন (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্যে জগতকে ছেড়ে দিলেন তো **আল্লাহ পাককে** পেয়ে গেলেন এবং যখন **আল্লাহ পাককে** পেয়ে গেলেন তখন সবকিছু পেয়ে গেলেন)।

(সীরাতে সুলতানুল আউলিয়া, ২০০ পৃষ্ঠা)

(২) অলীয়ে কবীর হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম হাওয়াযিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি সৈয়দ আহমদ কবীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কি প্রশংসা করতে পারি। তাঁর শরীরের প্রতিটি লোম একটি চোখ হয়ে গেছে, যার মাধ্যমে তিনি ডানে বামে, পূর্ব ও পশ্চিম চারিদিকে দেখেন। (সীরাতে সুলতানুল আউলিয়া, ২০০ পৃষ্ঠা)

(৩) আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাঁকে আকতাবে আরবাআ এর মধ্যে গন্য করা হয় অর্থাৎ ঐ চারজনের মধ্যে, যাঁদেরকে সকল আকতাবের মধ্যে উচ্চ ও অনন্য মর্যাদা সম্পন্ন গন্য করা হয়। প্রথম সায়্যিদুনা গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, দ্বিতীয় সৈয়দ আহমদ রেফায়ী, তৃতীয় হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর বদভী, চতুর্থ হযরত সৈয়দ ইব্রাহিম দুসুকী رَحِمَهُمُ الله।

দুনিয়াতেই জান্নাতী প্রাসাদের জামানত

একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ কবীর রেফায়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর বিশেষ মুরীদ হযরত সায়্যিদুনা জামালুদ্দীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আবেদনে তাঁর জন্য একটি বাগান ক্রয় করার জন্য গেলেন, তখন বাগানের মালিক শায়খ ইসমাইল বললেন: যদি এই বাগানের পরিবর্তে আমি আমার চাহিদাকৃত জিনিস না পাই তবে কখনোই বিক্রি করবো না। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: হে ইসমাইল! আমাকে বলো এর মূল্য কত চাও? তিনি বললেন: জনাব! আমি জান্নাতের প্রাসাদের পরিবর্তেই এই বাগান আপনাকে দিতে পারি। তিনি বললেন: আমি এমন কে যে, আমার নিকট জান্নাতের প্রাসাদ চাচ্ছো? আমার নিকট দুনিয়ার যে জিনিষই চাও, চেয়ে নাও। তিনি বললেন: আমি দুনিয়ার কোন জিনিষ চাইনা। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর মাথা নত করে নিলেন, চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে হলদে হয়ে গেলো, কিছুক্ষণ পর মাথা তুললেন, তখন হলদে রঙ লালচে হয়ে গেলো। অতঃপর বললেন: ইসমাইল! তুমি যা চাও, তার বদলে আমি বাগানটি কিনে নিলাম। তিনি আরয করলেন: জনাব! এই বিষয়টি আমাকে লিখে প্রদান করুন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একটি কাগজে **বিসমিল্লাহ** শরীফ লিখে তারপর এই ক'টি লাইন লিখে দিলেন: **এটি ঐ প্রাসাদ,**

যা ইসমাইল বিন আব্দুল মুনইম ফকীর ও নিকৃষ্ট বান্দা আহমদ বিন আবু হাসান রেফায়ী থেকে কিনেছে, যার জামিনদার হলেন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ। এর সীমা হলো যে, একদিকে জান্নাতুল আদন, দ্বিতীয় প্রান্তে জান্নাতুল মাওয়া, তৃতীয় প্রান্তে জান্নাতুল খুলদ এবং চতুর্থ প্রান্তে জান্নাতুল ফেরদাউস, সেখানকার সব হুর ও গিলমান, গালিচা, সাজ সরঞ্জাম, নদী ও সকল বৃক্ষ এই লেনদেনের অন্তর্ভূক্ত, এই প্রাসাদটি ইসমাইলের দুনিয়াবী বাগানের পরিবর্তে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ পাক এই বিষয়ের সাক্ষী ও জামিন।

অতঃপর তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ সেই কাগজটি ভাঁজ করে শায়খ ইসমাইলকে দিয়ে দিলেন। সেই লিখিত কাগজটি নিয়ে তাঁর সন্তানদের নিকট এলেন এবং বললেন: আমি এই বাগানটি সৈয়দ আহমদকে বিক্রি করে দিয়েছি। সন্তানরা বললো: আপনি কেন বিক্রি করলেন, অথচ এটি তো আমাদের প্রয়োজন ছিলো? তখন তিনি জান্নাতী প্রাসাদ পাওয়ার ঘটনাটি শুনালেন। সন্তানরা বললো: আমরা তখনই রাজি হবো, যখন সেই প্রাসাদে আমাদেরও অংশিদার থাকবে। বললেন: তা আমাদের সকলের বাগান। এরপর সেই বাগান হযরত সায়্যিদুনা জামালুদ্দীন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ কে

সোপর্দ করে দিলেন। কিছুদিন পর শায়খ ইসমাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকাল করলেন। যেহেতু তিনি জীবদ্দশাতেই তাঁর সন্তানদের এই অসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, এই লেখনিটি আমার কাফনে রেখে দিও, অতএব পরবর্তি দিন সকালে তাঁর কবরে লেখা পাওয়া গেলো "قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا" অর্থাৎ আমি তো পেয়ে গেছি, যে সত্যি ওয়াদা আমার নিকট আমার প্রতিপালক করেছিলেন। (জামে কারামাতিল আউলিয়া, ১/৪৯২)

বধিররাও কথা শুনে নিতো

হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, বসে বয়ান করতেন, তাঁর আওয়াজ দূরের লোকেরাও এমন সহজভাবে শুনে নিতো যেমনিভাবে নিকটস্তরাও শুনতো, এমনকি আশেপাশের বসতীবাসীরা তাদের ছাদে বসে তাঁর বয়ান শুনতো এবং তারা এক একটি শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেতো, যখন বধিররা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতো তখন **আল্লাহ পাক** তাঁর কথাবার্তা শুনার জন্য তাদের কান খুলে দিতেন এবং তরীকতের মাশায়িখরা উপস্থিত হলে তবে কথাবার্তা বলার সময় নিজেদের আঁচল বিছিয়ে রাখতেন যখন ইমাম রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বয়ান শেষ করতেন তখন সেই মনিষীরা তাঁদের আঁচলকে বুকের সাথে

লাগিয়ে নিতেন এবং ফিরে গিয়ে নিজের মুরীদদের সামনে প্রতিটি কথা বর্ণনা করে দিতেন।

(তাবকাতে কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম অংশ, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ

একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দু'জন মুরীদ ইবাদত ও রিয়াযতের জন্য মরুভূমিতে বিদ্যমান ছিলো। তাদের একজন আশা করলো যে, হায়! যদি আমাদের প্রতি জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ অবতীর্ণ হয়ে যেতো। এমন সময় আকাশ থেকে একটি সাদা কাগজ পড়লো, তাঁরা তা উঠিয়ে দেখলেন, তাতে প্রকাশ্য কোন লেখা ছিলো না, তাঁরা উভয়ে সেই কাগজটি পীর ও মুর্শিদের নিকট নিয়ে গেলো কিন্তু ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানালো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাগজটি দেখে সিজদায় পড়ে গেলেন, অতঃপর মাথা উঠিয়ে বললেন: **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আমার মুরীদদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ দুনিয়াতেই আমাকে দেখিয়ে দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: জনাব! এটা তো একটি সাদা কাগজ। বললেন: কুদরতের হাত কালি ইত্যাদির মুখাপেক্ষী নয়, এই কাগজে নূর দ্বারা লিখা হয়েছে।

(জামেয়ে কারামাতিল আউলিয়া, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীসমগ্র

(১) যে ব্যক্তি নিজের উপর অপ্রয়োজনীয় বিষয়াবলীকে আবশ্যক করে নেয়, সে প্রয়োজনীয় বিষয়কেও নষ্ট করে দেয়।

(২) যে ব্যক্তি এরূপ খেয়াল করে যে, তার আমল তাকে **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে তবে সে তার পথ হারিয়ে ফেললো। (নিজের আমলের পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন।)

(৩) **আল্লাহ পাক** গাউস ও কুতুবদেরকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করে দেন, ব্যস যেই বৃক্ষই বড় হয় এবং পাতা সবুজ শ্যামল হয়ে থাকে, তা সবাই জেনে যায়।

(৪) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** প্রতি তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে, **আল্লাহ পাক** তার অন্তরে প্রজ্ঞা প্রবেশ করিয়ে দেন এবং প্রত্যেক কঠিন পরিস্থিতিতে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

(৫) অনেক খুশি হওয়া ব্যক্তিরা এমন যে, তাদের খুশি তাদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেক দুঃখীরা এমন যে, তাদের দুঃখ তাদের জন্য মুক্তির উপায় হয়ে যায়।

(৬) আফসোস ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি, যারা দুনিয়া অর্জিত হওয়াতে এর মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং ছিনিয়ে নেয়াতে আফসোস করে।

(৭) **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো যে, আউলিয়াউল্লাহ رَحِمَهُمُ الله ব্যতীত সকল সৃষ্টির প্রতি ভীত হওয়া, কেননা আউলিয়াদের প্রতি ভালবাসা **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভালবাসাই।

তাঁর সন্তানাদী

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অধিক সন্তান বিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর ১২জন শাহজাদা এবং ২জন শাহজাদি ছিলো, তাদের মধ্যে চারজন শাহজাদার মাধ্যমে তাঁর বংশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। (শানে রেফায়ী, ৩৬ পৃষ্ঠা)

জীবনের শেষ দিনগুলো

তাঁর বিশেষ খাদেম হযরত ইয়াকুব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওফাতের পূর্বে সায়্যিদী আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পেটের পীড়ায় লিপ্ত ছিলেন, একমাস পর্যন্ত এর কষ্টে অতিবাহিত হয় এবং ২০ দিন পর্যন্ত না কিছু খেয়েছেন না কিছু পান করেছেন, তাছাড়া জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর মাঝে খুবই ভাবাবেগ আচ্ছন্ন করে ছিলো, নিজের চেহারা ও দাঁড়ি মুবারক মাটিতে ঘষতেন এবং কান্না করতেন, ঠোঁটে এই দোয়া অব্যাহত ছিলো: হে **আল্লাহ**! ক্ষমা ও মার্জনা করো, হে **আল্লাহ**! আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে **আল্লাহ**! আমাকে এই

সৃষ্টির উপর আগত বিপদাপদের জন্য ছাদ বানিয়ে দাও।

(তাবকাতে কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম অংশ, ২০২ পৃষ্ঠা)

অবশেষে ৭৮ বছর দুনিয়ায় অবস্থান করে খোদার সৃষ্টির প্রতি হেদায়তের কাজ সম্পন্ন করার পর বৃহস্পতিবার ২২ জমাদিউল উলা ৫৭৮ হিজরী, ১৩ ডিসেম্বর ১১৮২ সালে যোহরের সময় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই দুনিয়া থেকে আখিরাতের সফর করেন। তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত শেষ বাক্য ছিলো:

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

ওফাতের পরও মানুষের উদ্দেশ্য পূরণ করেন

হযরত শায়খ ওমর ফারুসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার কয়েকবার ইমাম রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফে উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব হয়েছিলো, একবার তো এমনও হয়েছিলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নূরানী কবর থেকে উচ্চ আওয়াজে আমার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বললেন: যাও! তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করে দেয়া হলো। (জামে কারামাতিল আউলিয়া, ১/৪৯১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কথাবার্তা

লিখে পর্যবেক্ষণকারী তাবেয়ী বুযুর্গ

হযরত সায়্যিদুনা রবী বিন খুসাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিশ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথাবার্তা মুখ দ্বারা বলেননি, যখন সকাল হতো তখন কলম দোয়াত ও কাগজ নিতেন আর সারা দিন যা বলতেন তা লিখে নিতেন। আর সন্ধ্যা হলে (ঐ লিখা অনুযায়ী) নিজেই পর্যবেক্ষণ করতেন।

(ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : দোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড়, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৮০৪৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net